# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বাম দল ব্যতীত বাকিদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উমামা ফাতেমার



সংগৃহীত ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাড়া অন্য সব দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে দেওয়া এক দরখাস্তকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও মুখপাত্র এবং ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক সদস্যসচিব উমামা ফাতেমা এ দাবি জানিয়ে হলে রাজনীতিতে দ্বিচারিতা করছেন।

গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষের কাছে দেওয়া লিখিত আবেদনে উমামা উল্লেখ করেন, গত বছরের ১৭ জুলাই শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সুফিয়া কামাল হলে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, শিবির, বাগছাসসহ সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। গত এক বছর এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি সংগঠন গোপনে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

দরখাস্তে উমামা ফাতেমা জানান, শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সাত সদস্যের হল আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে, যা তার দাবি অনুযায়ী গত বছরের চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “আজ রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে শিক্ষার্থীরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।”

তবে অভিযোগ রয়েছে, উমামা ফাতেমা চারটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি করলেও হলে সক্রিয় থাকা বামপন্থী (ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ, ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদি) সংগঠনগুলোর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ফলে এ দাবিকে অনেকেই একপাক্ষিক বলে মন্তব্য করেছেন।

এ প্রসঙ্গে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় সংগঠক হামজা মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফেসবুক গ্রুপে লেখেন, “উমামা ফাতেমা হলে বাম রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো রাজনীতি চান না। এটা চরম দ্বিচারিতা। হলে বা একাডেমিক এলাকায় রাজনীতির বিরোধিতা করলে সবার বিরোধিতা করতে হবে, কেবল নির্দিষ্ট দলের নয়।”

এদিকে শুক্রবার রাত থেকেই হলে হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন। কবি সুফিয়া কামাল হলের নারী শিক্ষার্থীরা গেট ভেঙে বের হয়ে এসে বিক্ষোভে যোগ দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে দিবাগত রাত ২টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের উপস্থিতিতে প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ ঢাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা দেন।